ইউনিট–৩

প্রভু যীশুর প্রকাশ্য কাজ

ভূমিকা

যীশু খ্রিষ্ট এ পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণে অনেক আশ্চর্য কাজ করে গেছেন, এগুলো ছিল বাস্তব জীবনভিত্তিক। এর পেছনে ছিল মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর ভালবাসা, সমবেদনা ও সহমর্মিতা। শোকার্ত, দুঃখী, নিপীড়িত, অন্ধ, কুষ্ঠরোগী ও বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি যীশুর ছিল অগাধ মমতা ও সহানুভূতি। যীশু মানুষের মানসিক ও শারীরিক দুঃখ-কষ্ট, জরুরী প্রয়োজন ও অসহায় অবস্থার কথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতেন। তিনি তাঁর স্নেহময় ও মমতাভরা স্পর্শ ও শক্তিশালী বাণী তাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতেন। সব মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন। তাই তাঁর ভালোবাসার পরশ থেকে কেউ বঞ্চিত হতো না। নিচের পাঠগুলোতে যীশু যে সব অগণিত আশ্চর্য কাজ করে গেছেন তার মধ্য থেকে কয়েকটি, যথা: জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করা, রোগীকে সুস্থ করা, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করা, মৃত মানুষকে জীবন দান করা, পাঁচ হাজার লোককে আহার দান করা, সমুদ্রের ঝড় থামানো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ–১ : কান্না গ্রামে বিবাহভোজে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করা

(যোহন ২:১-১১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি

- যীশুর প্রথম আশ্চর্য কাজটির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- যীশু যে ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে মানুষকে বিপদমুক্ত করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৩.১.১

গালীলের কান্না গ্রামে একটা বিয়ে হয়েছিল। যীশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই বিয়েতে যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। ভোজসভা শেষ হওয়ার আগেই যখন সমস্ত আঙ্গুর-রস ফুরিয়ে গেল তখন যীশুর মা যীশুকে বললেন, "এদের আঙ্গুর-রস ফুরিয়ে গেছে।" যীশু তাঁর মাকে বললেন, "এই ব্যাপারে তোমার সংগে আমার কী সম্বন্ধ? আমার সময় এখনও হয় নি।" তাঁর মা তখন চাকরদের বললেন, "ইনি তোমাদের যা করতে বলেন, তাই কর।"

৩.১.২

যিহুদী ধর্মের নিয়ম মতো শুচি হবার জন্য সেই জায়গায় পাথরের ছয়টা জালা বসানো ছিল। সেগুলোর প্রত্যেকটাতে দুই-তিন মণ করে জল ধরতো। যীশু সেই চাকরদের বললেন, "এই জালাগুলোতে জল ভরে দাও। চাকরেরা তখন জালাগুলো কানায় কানায় জল ভরে দিল। তারপর যীশু তাদের বললেন, "এবার ওখান থেকে অল্প তুলে ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।" চাকরেরা তাই করল।

৩.১.৩

সেই আংগুর-রস, যা জল থেকে হয়েছিল, ভোজের কর্তা তা খেয়ে দেখলেন। কিন্তু সেই রস কোথা থেকে আসল তা তিনি জানতেন না; তবে যে চাকরেরা জল তুলেছিল তারা জানতো। তাই ভোজের কর্তা বরকে ডেকে বললেন, "প্রথমে সকলে ভাল আঙ্গুর-রস খেতে দেয়। তারপর যখন লোকের ইচ্ছামতো খাওয়া শেষ হয়, তখন যে রস দেয় তা আগের চেয়ে কিছু মন্দ। কিন্তু তুমি ভাল আংগুর-রস এখনও পর্যন্ত রেখেছ।"

৩.১.৪

যীশু গালীল প্রদেশের কান্না গ্রামে চিহ্ন হিসাবে এই প্রথম আশ্চর্য কাজ করে নিজের মহিমা প্রকাশ করলেন। এতে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর উপর বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

সার-সংক্ষেপ

যীশু বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করেন। মানুষের দুঃখ-ব্যথা, দৈহিক ও মানসিক কষ্ট এবং অসহায় অবস্থা যীশু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন এবং সমবেদনা প্রদর্শন করেন। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা দ্বারা মানুষকে সংকটের হাত থেকে উদ্ধার করেন। বিবাহভোজে জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করে যীশু ভোজকর্তাকে বিব্রতকর পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর এরূপ কল্যাণকর অলৌকিক কাজ দেখে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

মনে রাখুন

কান্না গ্রামে প্রথম আশ্চর্য কাজ দ্বারা যীশু লোকদের জানালেন, তিনিই ঈশ্বর এবং তাঁর বাণী বিশ্বাসযোগ্য।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

কান্না নগর/গ্রাম

নাসারত থেকে ৭ মাইল উত্তরে গালীল প্রদেশের একটি স্থান। এখানে যীশু একটি বিবাহ-উৎসবে তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করেন।

আশ্চর্য কাজ

মানুষের দৃষ্টিতে যে কাজ অসাধারণ বলে মনে হয় সেটি আশ্চর্য কাজ। এ কাজগুলো স্বাভাবিকভাবে মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এ কাজগুলো ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধ্বে। একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এ কাজগুলো করতে পারেন। যীশু ঈশ্বরের শক্তিতে আশ্চর্য কাজ করতেন। আর তা তিনি করতেন মানুষকে ভালোবাসতেন বলে। তাই মানুষের মঙ্গলের জন্য এবং ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশের জন্য যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ করে গেছেন। যীশু তাঁর শিষ্যদেরও আশ্চর্য কাজ করবার ক্ষমতা দিয়েছেন। যীশুর আশ্চর্য কাজগুলোকে অলৌকিক কাজ বা চিহ্নও বলা হয়। যীশু অনেক সময় মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্যও আশ্চর্য কাজ করতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজ কোথায় করেছিলেন?
- ক) গালীল প্রদেশের নাসারত গ্রামে
- খ) গালীল প্রদেশের কান্না গ্রামে
- গ) গালীল প্রদেশের বেথসৈদা গ্রামে
- ঘ) গালীল প্রদেশের গালীল সাগরের তীরে

২। যীশুর মায়ের কোন্ কথাটি প্রমাণ করে যে যীশু ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন?
- ক) এঁর কথা শুন ও সেইমতো কাজ কর
- খ) এঁকে অনুসরণ কর ও কাজ কর
- গ) ইনি তোমাদের যা করতে বলেন, তাই কর
- ঘ) এঁর কথা ও কাজ অনুসরণ কর

৩। কান্না নগরের আশ্চর্য কাজ দেখে তাঁর (যীশুর) শিষ্যেরা কী করলেন?
- ক) তাঁর উপর শ্রদ্ধাশীল হলেন
- খ) তাঁকে মান্য করতে আরম্ভ করলেন
- গ) তাঁর উপর বিশ্বাস করলেন
- ঘ) তাঁকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন

পাঠ–২ : কুষ্ঠরোগীর আরোগ্যলাভ

(মার্ক ১:৪০-৪৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি

- যীশু একজন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করলেন সে সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের সেবা করা ও ভালোবাসার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৩.২.১

একজন কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বলল, "আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন।"

৩.২.২

লোকটির উপর যীশুর খুব মমতা হলো। তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি ভাল হও।" আর তখনই তার কুষ্ঠরোগ ভাল হয়ে গেল। যীশু তখনই তাকে বিদায় করলেন, কিন্তু তার আগে তাকে কড়াকড়িভাবে বললেন, "দেখ, এই কথা কাউকে ব'লো না। তুমি বরং পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও আর শুচি হবার জন্য মোশি যে উৎসর্গের আদেশ দিয়েছেন তা উৎসর্গ কর। এতে পুরোহিতদের কাছে প্রমাণ হবে যে, তুমি ভাল হয়েছ।"

৩.২.৩

সেই লোকটি কিন্তু বাইরে গিয়ে সব জায়গায় এই খবর ছড়াতে লাগলো। তার ফলে যীশু কোন গ্রামে আর খোলাখুলিভাবে যেতে পারলেন না। তাঁকে নির্জন জায়গায় থাকতে হলো; তবুও লোকেরা সব জায়গা থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগলো।

সার-সংক্ষেপ

যীশুর সময়ে লোকদের মনে ধারণা ছিল, কুষ্ঠরোগ হচ্ছে পাপের ফল বা পরিণাম। তাই তখনকার দিনে যিহুদী ধর্মীয় আইন অনুসারে কুষ্ঠরোগীদের সবাই ঘৃণার চোখে দেখতো। সমাজের চোখে তারা ছিল অশুচি। যীশু সমাজকে ভয় করেননি, পক্ষান্তরে তিনি কুষ্ঠরোগীদের প্রতি গভীর মমতা নিয়ে তাদেরকে সুস্থ করলেন এবং তাদেরকে সমাজে অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তিদের সমান মর্যাদা দান করলেন। যীশু আরো প্রমাণ করলেন যে, কুষ্ঠরোগীরা ঈশ্বরের অভিশাপের পাত্র নয়; বরং তাঁর প্রেম ও সহানুভূতির পাত্র। এই আশ্চর্য কাজের দ্বারা যীশু মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন, ব্যক্তিমর্যাদা ও ভ্রাতৃপ্রেমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মনে রাখুন

আমরা অনেক সময় সমাজে আমাদের সেবা ও ভালোবাসা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে পাপ করি। এ আশ্চর্য কাজ দ্বারা যীশু আমাদের সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে শিক্ষা দেন। আমরা যেন দুঃখী মানুষকে ভালোবাসতে ও সেবা করতে শিখি। তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে যেন বঞ্চিত না করি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন" – এটি কার উক্তি?
ক) একজন কুষ্ঠরোগীর খ) একজন অন্ধের গ) একজন বোবার ঘ) একজন বিধর্মীর

২। কুষ্ঠরোগীটিকে দেখে যীশুর মনে কী প্রতিক্রিয়া হলো?
ক) দয়া খ) মমতা গ) কষ্ট ঘ) আনন্দ

৩। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় যীশু কুষ্ঠরোগীদের সমাজে কী প্রদান করলেন?
ক) আত্মসম্মানবোধ খ) সমান মর্যাদা গ) ধন সম্পত্তি ঘ) বেঁচে থাকার অধিকার

৪। সমাজে দুঃখী ও বঞ্চিত মানুষদের জন্যে কী করতে হবে?
ক) ভালোবাসতে ও সেবা করতে হবে খ) সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে
গ) সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে ঘ) দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতে হবে

পাঠ–৩ : যীশু পক্ষাঘাতীর পাপ ক্ষমা করেন

(মার্ক ২:১-১২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি

- পাপ থেকে মুক্তি লাভের আনন্দ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- অন্যের জীবনে মুক্তিলাভে পারস্পরিক বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশু পক্ষাঘাতীর পাপ ক্ষমা করেন – এ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৩.৩.১

কয়েকদিন পরে যীশু আবার কাফার্নাউমে এলেন। লোকে শুনতে পেল, তিনি এখন বাড়িতেই আছেন। সেখানে এত লোক এসে জড়ো হল যে, দরজার সামনেও আর কোন জায়গা রইল না। যীশু তাদের কাছে ঐশবাণী প্রচার করছেন, সেই সময় একদল লোক সেখানে এসে উপস্থিত হল। তারা একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে আসছিল; চারজন লোক তাকে বয়ে আনছিল। ভিড়ের জন্য তারা যীশুর কাছে তাকে নিয়ে যেতে পারল না। তাই তিনি যেখানে ছিলেন, সেই জায়গার ওপরের ছাদটা তারা খুলে ফেলল এবং একটা গর্ত করার পর মাদুরে শুয়ে থাকা পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটিকে তারা সেই ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিল। তাঁর প্রতি তাদের এমন বিশ্বাস দেখে যীশু পাক্ষাঘতগ্রস্ত লোকটিকে বললেন, "বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো।" কয়েকজন শাস্ত্রী সেখানে বসেছিলেন। তাঁরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, লোকটা অমন কথা বলছে কেন? ও যে ঈশ্বরনিন্দা করছে। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কে-ই বা পাপ ক্ষমা করতে পারে? তারা যে মনে মনে এ সব চিন্তা করছেন, যীশুর তা বুঝতে দেরী হলো না। তাই তিনি বললেন, আপনারা মনে মনে ওসব কথা ভাবছেন কেন?

৩.৩.২

পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটিকে কোন্‌টা বলা সহজ? "তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো",' না, "ওঠো, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও?" বেশ, পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করবার অধিকার যে মানবপুত্রের আছে, আপনারা যেন তা বুঝতে পারেন – তিনি তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটিকে বললেন, "আমি তোমাকে বলছি: ওঠো, তোমার মাদুর তুলে নাও আর ঘরে যাও।" সে উঠে দাঁড়াল আর তখনই সকলের সামনে মাদুর তুলে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। তা দেখে উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হল এবং পরমেশ্বরের বন্দনা করে বলতে লাগল: এই রকম কোন কিছুই আমরা কখনো দেখিনি।

সার-সংক্ষেপ

যীশুর এই আশ্চর্য কাজ নতুনভাবে মানুষের মধ্যে তাঁর আসল পরিচয় ও ভূমিকা প্রকাশ করে। মানবসমাজের আসল রোগ হলো অন্যায্যতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, হিংসা, কুচিন্তা, ইত্যাদি। অন্তরের এই কঠিন রোগের জন্য মানুষ যুগযুগ ধরে পাপের দাস হয়ে আছে। তার অন্তর মুক্তির জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত। যীশু আসেন মানুষকে এই দাসত্ব হতে মুক্তি দিতে। এই ঘটনাটি দ্বারা সেই আনন্দের খবর ঘোষিত হয়েছে। মানুষ যীশুর সংস্পর্শে এসে নতুন জীবন লাভ করে এবং মুক্ত মানুষ হয়ে ওঠে। যীশুর এই আশ্চর্য কাজের উল্লেখযোগ্য বাস্তবতাটা হলো এই যে, রোগগ্রস্ত ব্যক্তিটি কেবল নিজের বিশ্বাসের জন্য নয়, বরং তার চারজন বাহকের বিশ্বাসের গুণেও সুস্থতা লাভ করল। অনেক সময় পাপীদের পাপ যীশুর কাছে যাবার বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় তাদের জন্য বিশ্বাসী ভাইদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যীশু এদেরই খুঁজে বের করতে ও ক্ষমা দিতে এই পৃথিবীতে আসেন। যে পাপী যীশুর কাছ থেকে ক্ষমা পায় তার মধ্যে শুরু হয় এক নতুন জীবন। সে পায় নতুন শক্তি, নতুন আলো ও নতুন আনন্দ।অন্তরের এই নতুন ভাব বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় তার শারীরিক সুস্থতার মাধ্যমে। যাদের অন্তরে বিশ্বাস, সরলতা ও নম্রতা থাকে তারাই যীশুর ক্ষমা লাভ করে নতুন জীবনের পথে চলার শক্তি পায়।

মনে রাখুন

ধন্য সেই ব্যক্তি যে যীশুর মুখে এই আনন্দের বাণী শুনতে পায়, "তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

কাফার্নায়ুম (কফরনাহূম)

গালীলেয়া (গালীল) সাগরের উত্তর পশ্চিমের একটি শহর। আর গালীল প্রদেশ ছিল যীশুর প্রচারকর্মের কেন্দ্রস্থল। যীশু এ শহরে কয়েকটি অলৌকিক কাজ সাধন করেন। যেমন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী, রাজকর্মচারীর মৃতপ্রায় ছেলেকে সুস্থ করা, ইত্যাদি। এখানেই যীশু করগ্রাহক মথিকে শিষ্য হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই সেই শহর যার আসন্ন ধ্বংস সম্বন্ধে যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে; কারণ বর্তমানে এ শহরের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। "কাফার্নায়ুম" শব্দের অর্থ "নায়ুম (নাহূম) গ্রাম।"

শাস্ত্রী

তাঁরা যিহুদী ধর্মশাস্ত্রের, বিশেষ করে মোশীর বিধানের ব্যাখ্যাদানকারী ছিলেন। তাঁরা যিহুদী ধর্মীয় আইনজ্ঞ ছিলেন; তারা শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান নিয়ে পড়াশুনা করতেন। তারা সর্বজন কর্তৃক সম্মানিত ধর্মনেতাও ছিলেন। আর বেশির ভাগ শাস্ত্রী ফরিসী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এঁরা প্রায়শই যিহুদী আদালতে বিচারকরূপে কাজ করতেন। তা ছাড়া তারা যিহুদী মহাসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। কিন্তু তাঁরা যাজকপদের অধিকারী ছিলেন না। শাস্ত্রীরা যীশুর বিরোধিতা করতেন, কিন্তু যীশু তাদের ভন্ডামির মুখোশ খুলে দেন। তাই যীশুর মৃত্যুর ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

পাপ

পাপ হলো ঈশ্বরের ভালোবাসার আদেশ অমান্য করে তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া। মানবজাতির প্রথম পাপ সংঘটিত হয় আদম ও হবার দ্বারা। শয়তান দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তারা ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যায়। একজন ব্যক্তি তখনই পাপ করে যখন সে স্বার্থপর হয়ে ওঠে, সমাজে অন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, ঈশ্বরের দেওয়া দশ-আজ্ঞার পরিপন্থী কাজ করে, এবং সর্বোপরি ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে পৃথিবীর সুখভোগের উদ্দেশে অসৎ জীবন যাপন করে। অর্থাৎ পাপ দ্বারা একজন মানুষ তার নিজ জীবনে ঈশ্বরের ভালোবাসা উপলব্ধি করার সুযোগ হারায়। কিন্তু যীশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার পাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

ক্ষমা

নিজের অপরাধের কথা চিন্তা করে অনুতপ্ত মনে যখন একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের ভালোবাসার পথে ফিরে আসে তখনই সে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করে। ক্ষমা হলো ঈশ্বরের অনুগ্রহ। ক্ষমা চাওয়া ও দেওয়া মানুষের জীবনের একটি মহৎ গুণ। খ্রিষ্টিয় জীবনযাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমা করা ও ক্ষমা চাওয়া। ক্ষমা মানুষের জীবনে নিয়ে আসে প্রকৃত সুখ, শান্তি ও আনন্দ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কাফার্নাউমে যীশু লোকদের কাছে কী প্রচার করেছিলেন?
- ক) তাঁর নিজের গুণাবলীর কথা
- খ) ভাল জীবনের উপদেশ
- গ) আনন্দ লাভের বিষয়
- ঘ) ঐশবাণী

২। কাদের বিশ্বাস দেখে যীশু পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটির পাপ ক্ষমা করেছিলেন?
- ক) উপস্থিত লোকদের
- খ) শাস্ত্রীদের
- গ) শিষ্যদের
- ঘ) চারজন বাহকের

৩। পাপ থেকে মুক্তি পাবার আনন্দ পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি কিভাবে প্রকাশ করেছিল?
- ক) ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে
- খ) উৎফুল- চিত্তে চিৎকার করে
- গ) সকলের সামনে মাদুর তুলে নিয়ে
- ঘ) ঈশ্বরের নাম সংকীর্তন করে

৪। পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার কার আছে?
- ক) যীশুর শিষ্যদের
- খ) ধার্মিক লোকদের
- গ) মানবপুত্রের
- ঘ) স্বর্গদূতদের

পাঠ–৪ : যীশু কালা ও তোতলাকে সুস্থ করেন
(মার্ক ৭:৩১-৩৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি

- যীশু যে কালা ও তোতলাকে সুস্থ করেন এ বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশুর মুক্তিদায়ী কাজ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ-৪ঃ যীশু কালা ও তোতলাকে সুস্থ করেন

বিষয়বস্তু

৩.৪.১

তুরস এলাকা থেকে ফেরার মুখে যীশু সিদোন শহর হয়ে গালিলেয়া সাগরের দিকে গেলেন; দেকাপলিস এলাকার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চললেন তিনি। সেই সময়ে লোকেরা তাঁর কাছে নিয়ে এলো এমন একজন লোককে, যে কালা এবং বেশ তোতলাও। তারা অনুরোধ জানালো, তিনি যেন তার উপর একবার হাত রাখেন। যীশু লোকটিকে জনতার সামনে থেকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে তার দু'কানে একবার আঙ্গুল দিলেন এবং খানিকটা থুতু নিয়ে তার জিভে ছোঁয়ালেন। তারপর স্বর্গের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন "এফ্ফাতা" অর্থাৎ "খুলে যাও"। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির কান দু'টি খুলে গেল, তার জিভের জড়তাও কেটে গেল। সে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলতে লাগল। যীশু এই কথা কাউকে বলতে লোকদের বারণ করলেন। কিন্তু যতই তাদের বারণ করলেন; ততই তারা সেই বিষয়ে বলাবলি করতে লাগল। তাদের বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। তারা বলছিল, "ওঁর সমস্ত কাজই অপূর্ব! এমন কি, উনি কালাকে দেন শোনবার শক্তি আর বোবাকে দেন বলবার ক্ষমতা।"

সার-সংক্ষেপ

যীশুর আশ্চর্য কাজের উদ্দেশ্য হলো সকলের কাছে প্রকাশ করা যে, তাঁর দ্বারা সকল জাতির জন্যে মুক্তি এসেছে। এর দ্বারা যীশু প্রমাণ করেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা। তাঁর মুক্তির কাজ সকল জাতির মধ্যেই পূর্ণ হয়েছে।

মনে রাখুন

যীশুই সকলকে শুনবার শক্তি ও কথা বলার শক্তি দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশুর কোন্ কথায় লোকটির কান খুলে গেল এবং জিভের জড়তা কেটে গেল?

ক) খুলে যাও খ) এফ্ফাতা গ) মুক্ত হও ঘ) হেঁটে বেড়াও

২। যীশু কালাকে কোন্ শক্তি দেন?

ক) কথা বলার খ) শোনবার গ) দেখার ঘ) চলার

পাঠ–৫ : মৃত লাজারকে (লাসার) জীবন দান
(যোহন ১১:১-৪৪)

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি

- যীশু মৃত লাজারকে কিভাবে জীবন দান করলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশুর উপর মার্থা ও মরিয়মের বিশ্বাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যীশুই যে পুনরুত্থান ও জীবন তা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৩.৫.১

লাজার (লাসার) নামে বৈথনিয়া গ্রামের একজন লোকের অসুখ হয়েছিল। মরিয়ম ও তাঁর বোন মার্থা সেই গ্রামে থাকতেন। ইনি সেই মরিয়ম যিনি প্রভুর পায়ে সুগন্ধি আতর ঢেলে দিয়ে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিয়েছিলেন। যে লাসারের অসুখ হয়েছিল তিনি ছিলেন এই মরিয়মের ভাই। এইজন্য তাঁর বোনেরা যীশুকে এই কথা বলে পাঠালেন, "প্রভু, আপনি যাকে ভালোবাসেন তার অসুখ হয়েছে।"

৩.৫.২

এই কথা শুনে যীশু বললেন, "এই অসুখ তার মৃত্যুর জন্য হয়নি বরং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্যই হয়েছে, যেন এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা প্রকাশ পায়।"

৩.৫.৩

মার্থা, তাঁর বোন ও লাসারকে যীশু ভালোবাসতেন। যখন যীশু লাসারের অসুখের কথা শুনলেন তখন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আরও দু'দিন রয়ে গেলেন। তারপর তিনি শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরা আবার যিহুদিয়াতে যাই।"

৩.৫.৪

শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "গুরু, এই কিছুদিন আগে নেতারা আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিলেন, আর আপনি আবার সেখানে যাচ্ছেন?"

৩.৫.৫

যীশু উত্তর দিলেন, "দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? কেউ যদি দিনে ঘুরে বেড়ায় সে উছোট খায় না, কারণ সে এই পৃথিবীর আলো দেখে। কিন্তু যদি কেউ রাতে ঘুরে বেড়ায় সে উছোট খায়, কারণ তার মধ্যে আলো নেই।" এই সব কথা বলবার পরে যীশু শিষ্যদের বললেন, "আমাদের বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।"

৩.৫.৬

এতে শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "প্রভু, যদি সে ঘুমিয়েই থাকে তবে সে ভাল হবে।"

৩.৫.৭

যীশু লাসারের মৃত্যুর কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা ভাবলেন তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথাই বলছেন। যীশু তখন স্পষ্ট করেই বললেন, "লাসার মারা গেছে, কিন্তু আমি তোমাদের কথা ভেবে খুশী হয়েছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না যাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার। চল, আমরা লাসারের কাছে যাই।" তখন থোমা, যাঁকে যমজ বলা হয়, তাঁর সংগী-শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সংগে মরতে পারি।"

৩.৫.৮

যীশু সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, চার দিন আগেই লাসারকে কবর দেওয়া হয়েছে। জেরুজালেম থেকে বৈথনিয়া প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ছিল যিহুদীদের মধ্যে অনেকেই মার্থা ও মরিয়মকে তাঁদের ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য সান্ত্বনা দিতে এসেছিল। যীশু আসছেন শুনে মার্থা তাঁর সংগে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরে বসে রইলেন।

৩.৫.৯

মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না। কিন্তু আমি জানি, আপনি এখনও ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন ঈশ্বর তা আপনাকে দেবেন।"

৩.৫.১০
যীশু তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে।"

৩.৫.১১
তখন মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি, শেষ দিনে মৃত লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন সেও উঠবে।"

৩.৫.১২
যীশু মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে মরলেও জীবিত হবে। আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না। তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর?" মার্থা তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, জগতে যাঁর আসবার কথা আছে আপনিই সেই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র।"

৩.৫.১৩
এই কথা বলে মার্থা গিয়ে তাঁর বোন মরিয়মকে গোপনে ডেকে বললেন, "গুরু এখানে আছেন ও তোমাকে ডাকছেন।"

৩.৫.১৪
মরিয়ম এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে যীশুর কাছে গেলেন। যীশু তখনও গ্রামে এসে পৌঁছান নি; মার্থা যেখানে তাঁর সংগে দেখা করেছিলেন সেখানেই ছিলেন। যে যিহুদীরা মরিয়মের সংগে ঘরে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তারা মরিয়মকে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছনে পিছনে গেল। তারা ভাবল, মরিয়ম কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন।

৩.৫.১৫
যীশু যেখানে ছিলেন মরিয়ম সেখানে গেলেন আর তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না।"

৩.৫.১৬
যীশু মরিয়মকে এবং তাঁর সংগে যে যিহুদীরা এসেছিল তাদের কাঁদতে দেখে অন্তরে খুব অস্থির হলেন। তিনি তাদের বললেন, "লাসারকে কোথায় রেখেছ?"

৩.৫.১৭
তারা বলল, "প্রভু, এসে দেখুন।" তখন যীশু কাঁদলেন। তাতে যিহুদীরা বলল, "দেখ, উনি লাসারকে কত ভালবাসতেন।"

৩.৫.১৮
কিন্তু যিহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "অন্ধের চোখ যিনি খুলে দিয়েছেন তিনি কি এমন কিছু করতে পারতেন না যাতে লোকটি মারা যেত না?"

৩.৫.১৯
এতে যীশু অন্তরে আবার অস্থির হলেন এবং কবরের কাছে গেলেন। কবরটা ছিল একটা গুহা। সেই গুহার মুখে একটা পাথর বসানো ছিল। যীশু বললেন, "পাথরখানা সরাও।"

৩.৫.২০
যিনি মারা গেছেন তাঁর বোন মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, এখন দুর্গন্ধ হয়েছে, কারণ চার দিন হল সে মারা গেছে।"

৩.৫.২১
যীশু মার্থাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে বলিনি, যদি তুমি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?"

৩.৫.২২
তখন লোকেরা পাথরখানা সরিয়ে দিল। যীশু উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই। অবশ্য আমি জানি সব সময়ই তুমি আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু যেসব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, সেইজন্যই এই কথা বললাম।"

৩.৫.২৩
এই কথা বলবার পরে যীশু জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার, বের হয়ে এসো।"

৩.৫.২৪

যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁর হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল এবং তাঁর মুখ রুমালে বাঁধা ছিল। যীশু লোকদের বললেন, "ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।"

সার-সংক্ষেপ

দুঃখকষ্টে জর্জরিত, ভারাক্রান্ত, বিপদগ্রস্ত লোকদের মানসিক দুঃখ-ব্যথা, জরুরী প্রয়োজন ও অসহায় অবস্থার কথা যীশু নিজ অন্তরে অনুভব করতেন এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে নিজেও দুঃখ পেতেন। তাই যীশু মানুষের দুঃখ-ব্যথা দূর করার জন্য তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। যীশুর উপর মার্থা ও মরিয়মের দৃঢ় বিশ্বাস ও গভীর আস্থা ছিল বলেই ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহে লাসার জীবন ফিরে পেল, আর এভাবে ঈশ্বরের গৌরব ও ঈশ্বরপুত্রের মহিমা প্রকাশিত হলো।

মনে রাখুন

ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাঁর পুত্র যীশুর কথা ও কাজ অনুসরণ করে মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখি।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

বৈথনিয়া/বেথানিয়া

জেরুজালেম থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে যর্দন নদীর কাছাকাছি স্থানে এবং জৈতুন পর্বতের পূর্বদিকের ঢালুতে গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামে যীশুর বন্ধু লাসার, মার্থা ও মরিয়মের বাসগৃহ ছিল। যীশু প্রায়ই তাদের গৃহে আসতেন। তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহের রাতগুলো যীশু বৈথনিয়াতে কাটিয়েছিলেন।

যিহুদিয়া

প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ অংশ।এটি রোম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। বাবিলনে নির্বাসন থেকে ফিরে আসা ইস্রায়েলীয়দের অধিকাংশই যিহুদার বংশধর ছিল বলে তাদেরকে যিহুদী (ইহুদী) বলা হয় এবং তাদের বাসভূমিকে বলা হয় যিহুদিয়া (যুদেয়া)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু জোরে ডাক দিয়ে কী বললেন?
ক) লাসার, হেঁটে বেড়াও   খ) লাসার, ঘুমিয়ে থাক
গ) লাসার, বের হয়ে এসো   ঘ) লাসার, কান্না কর

২। "হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, জগতে যার আসবার কথা আছে, আপনিই সেই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র।" – এটা কার উক্তি?
ক) মরিয়ম   খ) মার্থা
গ) মাগ্দালেনা   ঘ) শিষ্যদের একজন

৩। যীশু কেঁদেছিলেন কেন?
ক) লাসারকে ভালবাসতেন বলে   খ) লোকদের অবিশ্বাস দেখে আঘাত পেয়ে
গ) মার্থা ও মরিয়মের কথায় দুঃখ পেয়ে   ঘ) লাসার আর ফিরবেন না বলে

৪। যে যীশুর উপর বিশ্বাস করে সে মরলেও জীবিত হবে। আর যে জীবিত আছে এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করে সে কখনো মরবে না। যীশু এই কথা বলেছেন তার কারণ :–
ক) তিনিই ঈশ্বরপুত্র   খ) তিনিই মানবপুত্র
গ) তিনিই পুনরুত্থান ও জীবন   ঘ) তিনিই ত্রাণকর্তা

পাঠ–৬ : যীশু সাগরের ঝড় থামান
(মার্ক ৪:৩৫-৪১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- যীশু কিভাবে সাগরের ঝড় থামান তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানুষের জীবনে যীশুর উপস্থিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৩.৬.১

সন্ধ্যাবেলা যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরা সাগরের ওপারে যাই।"

৩.৬.২

তখন শিষ্যেরা লোকদের ছেড়ে যীশু যে নৌকায় ছিলেন সেই নৌকাতে করে তাঁকে নিয়ে চললেন। অবশ্য সেখানে আরও অন্য নৌকাও ছিল। সেই সময় একটা ভীষণ ঝড় উঠল এবং ঢেউগুলো নৌকার উপর এমনভাবে আছড়ে পড়ল যে, নৌকা জলে ভরে উঠতে লাগল। যীশু কিন্তু নৌকার পেছন দিকে একটা বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। শিষ্যেরা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "গুরু, আমরা যে মারা পড়ছি সেদিকে কি আপনার খেয়াল নেই?"

৩.৬.৩

যীশু উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন এবং সাগরকে বললেন, "থাম, শান্ত হও।" তাতে বাতাস থেমে গেল ও সব কিছু খুব শান্ত হয়ে গেল।

৩.৬.৪

তিনি শিষ্যদের বললেন, "তোমরা ভয় পাও কেন? এখনও কি তোমাদের বিশ্বাস হয় নি?" এতে শিষ্যেরা ভীষণ ভয় পেলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "ইনি কে যে, বাতাস এবং সাগরও তাঁর কথা শোনে?"

সার-সংক্ষেপ

যীশু এই আশ্চর্য কাজ করে শিষ্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। যীশুকে আমাদের জীবন-তরীর মাঝি ও ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করলে আমরা নির্ভয়ে সকল মন্দতা থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে পারবো। এ নতুন জীবনে অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে গেলে অনেক বাধাবিঘ্ন, ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করতে হয়। পার্থিব ভোগ-বাসনা, কু-অভ্যাস, মন্দ অভিলাষ ও প্রলোভনের বিরুদ্ধে আমাদের অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়। আমরা যদি যীশুর সঙ্গে থাকি ও তাঁর উপর বিশ্বাস রাখি তবে তিনি আমাদের সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং নতুন জীবনে পৌঁছে দেবেন।

মনে রাখুন

নতুন জীবনে আছে প্রেম, আনন্দ ও শান্তি।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

গালীল সাগর

জেরুজালেম থেকে ৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত গালীল সাগর। এ সাগরের দৈর্ঘ্য ১৩ মাইল এবং প্রস্থ ৮ মাইল। এর গভীরতা প্রায় ১০০ ফুট। চারদিক পাহাড়ে বেষ্টিত বলে এই সাগরে হঠাৎ করে ভীষণ ঝড় উঠে থাকে। এই সাগরেই পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রেয় মাছ ধরতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সাগরে যখন ঝড় উঠল তখন যীশু কোথায় ছিলেন?
ক) পাহাড়ে খ) সাগরের ধারে গ) শিষ্যদের সাথে নৌকায় ঘ) গালীল প্রদেশে

২। যীশু সাগরকে কী বললেন?
ক) থাম, শান্ত হও খ) ঢেউ তুলো না গ) শুকিয়ে যাও ঘ) মরুভূমিতে পরিণত হও।

৩। যীশুর ঝড় থামানো দেখে শিষ্যদের মনে কী প্রশ্ন জাগলো?
ক) এটা কী করে সম্ভব হলো? খ) ইনি কে?
গ) এটা কি সত্যিই ঘটলো নাকি? ঘ) আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো?

পাঠ–৭ : পাঁচ হাজার লোককে আহার দান

(মার্ক ৬:৩০-৪৪)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- যীশু কিভাবে পাঁচ হাজার লোককে আহার দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্ষুধার্ত লোকদের আহার দানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৩.৭.১

বারোজন প্রেরিতদূত কাজ করার পর ফিরে এসে যীশুর সঙ্গে আবার মিলিত হলেন। তাঁরা যা-কিছু করেছিলেন ও যা-কিছু ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন, তা সমস্তই তাঁকে জানালেন। যীশু তাঁদের বললেন: "তোমরা এখন কোন নির্জন স্থানে গিয়ে নিরিবিলিতে আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকো, বিশ্রাম নাও।" কারণ এত লোক তাঁদের কাছে আসা-যাওয়া করত যে, তাঁরা খাওয়ার সময় পর্যন্ত পেতেন না। তাই তাঁরা সেখান থেকে নৌকা ক'রে এমন একটি নির্জন জায়গায় রওনা হলেন, যেখানে তাঁরা একটু নিরিবিলিতে থাকতে পারবেন। কিন্তু লোকেরা তাঁদের যেতে দেখল, অনেকে তাঁদের চিনতেও পারল। তারা তখন সেখানকার সমস্ত শহর থেকে হাঁটা-পথে সেই জায়গার দিকে ছুটল আর তাঁদের আগেই সেখানে পৌঁছে গেল। ফলে নৌকা থেকে নেমে যীশু দেখতে পেলেন, সামনে বহু লোকের ভিড়। তাদের জন্যে তাঁর কেমন দুঃখ হল, কারণ তারা যেন পালকবিহীন মেষেরই মতো। তাই তিনি অনেক বিষয়ে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন।

৩.৭.২

পরে, বেশ বেলা হয়েছে যখন, তখন শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে বললেন: "জায়গাটা বড় নির্জন আর বেলাও অনেক হয়েছে। এবার আপনি বরং ওদের যেতে বলুন, যাতে ওরা আশেপাশের গ্রামে বা পল্লীতে গিয়ে নিজেদের জন্যে কিছু খাবার কিনে নিতে পারে।" উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন: "তোমরা নিজেরাই বরং ওদের খেতে দাও!" শিষ্যেরা উত্তর দিলেন: "আমাদের কি তাহলে দু'শো রুপোর টাকার রুটি কিনে এখন খেতে দিতে হবে?" যীশু তখন জিজ্ঞেস করলেন: "আচ্ছা, তোমাদের ক'খানা রুটি আছে, একবার দেখে এসো তো।" তাঁরা জেনে এসে বললেন: "রুটি পাঁচখানা! তা ছাড়া দু'টো মাছও আছে।"

৩.৭.৩

যীশু তখন শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন যে, সকলকে সবুজ ঘাসের ওপর যেন আলাদা আলাদা দলে বসানো হয়। লোকেরা পঞ্চাশ ও একশো জনের এক একটি দল হয়ে সারি সারি বসে পড়ল। এবার যীশু সেই পাঁচখানা রুটি আর দু'টো মাছ হাতে নিলেন আর স্বর্গের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে তিনি পরমেশ্বরকে স্তুতি-ধন্যবাদ জানালেন। তারপর রুটিগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে লোকদের পাতে দেবার জন্যে তাঁর শিষ্যদের হাতে তুলে দিলেন। মাছ দু'টিও তিনি সকলের মধ্যে ভাগ ক'রে দিলেন। তারা সকলে খেল, পেট ভরেই খেল। তারপর শিষ্যেরা রুটির টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিলেন।বারোখানা ঝুড়ি তাতে ভরে গেল। মাছের টুকরো যা পড়ে ছিল, তাও কুড়িয়ে নেওয়া হল। যারা সেই রুটি খেয়েছিল, তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার।

সার-সংক্ষেপ

এই আশ্চর্য কাজটির মধ্য দিয়ে যীশু মানুষের উত্তম পালকরূপে নিজের পরিচয় দেন এবং কিভাবে তাঁর শিষ্যেরাও মানুষের উপযুক্ত পালক হবেন তাও তাদের কাছে প্রকাশ করেন। যীশু যেমন মানুষের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করেন তেমনি শিষ্যদেরকেও মানুষের মুক্তির জন্য নিজেদের সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে হবে। তারা আর তাদের নিজেদের জন্য নয়, তারা মানুষেরই সম্পদ হবেন। পরস্পরের সেবার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। শারীরিক ক্ষুধার মূলে রয়েছে লোভ, স্বার্থপরতা ও অন্যায্যতা। যীশু চান মানুষকে ন্যায্যতা, প্রেম ও মুক্তির খাদ্য দ্বারা নতুন মানুষ করে গড়ে তুলতে। যীশু এসেছেন খাদ্যরূপে নিজেকে দান করতে। যারা তাঁকে পায় তারাই প্রকৃত লাভবান হয়।

মনে রাখুন

আমাদের পরার্থপর সেবামূলক কাজের মাধ্যমে যীশু মানুষের জীবনে মুক্তি সাধন করেন।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

শিষ্য

যীশুর অনুগামী ব্যক্তিগণ। কোন কোন সময় যীশুর বারোজন প্রেরিতদূতকে এবং প্রায়শঃ কেবলমাত্র খ্রিষ্টানদেরকে বুঝায়। যীশুর আরো ৭২ জন শিষ্য ছিলেন, যাদেরকে তিনি সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু কয়টি রুটি ও মাছ দিয়ে লোকদের খাইয়েছিলেন?
ক) ৬টি রুটি ও ৩টি মাছ
খ) ৫টি রুটি ও ২টি মাছ
গ) ২টি রুটি ও ২টি মাছ
ঘ) ৩টি রুটি ও ৩টি মাছ

২। যীশু রুটি টুকরা করার আগে কী করলেন?
ক) শিষ্যদের ধন্যবাদ দিলেন
খ) লোকদের ধন্যবাদ দিলেন
গ) পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন
ঘ) যাদুমন্ত্র করলেন

৩। ক্ষুধার্ত লোকদের প্রতি মমতাবশত যীশু শিষ্যদের কী বললেন?
ক) লোকদের জন্য রুটি কিনে আন
খ) লোকদের বিদায় করে দাও
গ) তোমরা নিজেরাই ওদের খেতে দাও
ঘ) আমি এদের কষ্ট সইতে পারছি না

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কান্না/কানা নগরের বিয়ে বাড়ীতে শিষ্যেরা কী দেখে যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন? (অনুচ্ছেদ ৩.১.১, ৩.১.২, ৩.১.৩, ৩.১.৪ দেখুন)

২। যীশু কেন কানা নগরের বিয়ে বাড়ীর ভোজকর্তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন? (অনুচ্ছেদ ৩.১.১, ৩.১.২, ৩.১.৪ দেখুন)

৩। যীশু কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করলেন কেন এবং আরোগ্যলাভের পর তাকে তিনি কী করার উপদেশ দিলেন? (অনুচ্ছেদ ৩.২.১, ৩.২.২ দেখুন)

৪। একজন পক্ষাঘাতীকে কিভাবে যীশুর সামনে আনা হয়েছিল এবং কাদের বিশ্বাস দেখে যীশু পক্ষাঘাতীর পাপ ক্ষমা করেছিলেন? (অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ দেখুন)

৫। কী দেখে উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হয়েছিল এবং পরমেশ্বরের বন্দনা করতে আরম্ভ করেছিল? (অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ ও ৩.৩.২ দেখুন)

৬। "যীশু পক্ষাঘাতীর পাপ ক্ষমা করেন" – এ আশ্চর্য কাজটির মর্মার্থ লিখুন। (পাঠ ৩.৩ এর সারমর্ম দেখুন)

৭। শব্দটীকা লিখুন – কফরনাহূম/পাপ/ক্ষমা (৩.৩ এর শব্দটীকা দেখুন)

৮। "এমনকি, উনি কালাকে দেন শোনবার শক্তি আর বোবাকে দেন বলবার ক্ষমতা।" – উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন (অনুচ্ছেদ ৩.৪.১ দেখুন)

৯। যীশু কেন লাজারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন? (অনুচ্ছেদ ৩.৫.২, ৩.৫.৭, ৩.৫.১১, ৩.৫.১৬, ৩.৫.২০, ৩.৫.২১ দেখুন)

১০। মৃত লাজারকে কিভাবে যীশু জীবন দান করেছিলেন? বর্ণনা করুন। (অনুচ্ছেদ ৩.৫.১৫ থেকে ৩.৫.২৩ দেখুন)

১১। যীশুর সাগরের ঝড় থামানোর কাহিনীটি বর্ণনা করুন। (অনুচ্ছেদ ৩.৬.১ থেকে ৩.৬.৪ দেখুন)

১২। যীশুর ঝড় থামানোর আশ্চর্য কাজটির সারমর্ম লিখুন। (অনুচ্ছেদ ৩.৬ এর সারমর্ম দেখুন)

১৩। যীশু পাঁচ হাজার লোককে আহার দেন, এ আশ্চর্য কাজটির বর্ণনা করুন। (অনুচ্ছেদ ৩.৭.১ – ৩.৭.৩ দেখুন)

১৪। যীশু পাঁচ হাজার ক্ষুধার্ত লোককে আহার দান করেছিলেন কেন? (অনুচ্ছেদ ৩.৭.১ ও ৩.৭ এর সারমর্ম দেখুন)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১
১। খ, ২। গ, ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২
১। ক, ২। খ, ৩। খ, ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩
১। ঘ, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪
১। খ, ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫
১। গ, ২। খ, ৩। ক, ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬
১। গ, ২। ক, ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭
১। খ, ২। গ, ৩। গ